সংবিধান সংস্কার-প্রস্তাবনা

০১। সংবিধানে 'মুসলিম আইন' নামে যে বিষয়গুলো আছে (সম্পত্তি, বিয়ে ইত্যাদি) এগুলোর নিষ্পত্তি আলেমদের মাধ্যমে চালিত শরীয়া কোর্ট/সালিশ এর মাধ্যমে করতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এমন শরীয়া স্থাপন করা। এতে করে সম্পত্তি, বিয়েসহ অনেক মোকদ্দমা তুলনামূলকভাবে দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তি হবে। এর বাস্তব উদাহরণ বৃটেনে আছে, সেখানে এসব বিষয়ের জন্য আলাদা শরীয়া কোর্ট আছে।

০২। সংবিধান থেকে সেক্যুলারিসম বাদ দিয়ে, ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারা যুক্ত করা। সংবিধান থেকে মুজিববাদের ৪ মূলনীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা) বাদ দিতে হবে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা। এর পরিবর্তে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা লেখা যেতে পারে। সংবিধানের মূলনীতিতে ইসলামের কথা রাখতে হবে।

০৩। ধর্মীয় পোষাক ও বেশভূষার ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিধান। প্রাইভেট এবং পাবলিক সকল প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় পোষাক ও বেশভূষার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ হিসেবে যদি কোনো নাগরিক কোনো পোশাক পরিধান করে (মুসলিমদের হিজাব, নিকাব, বোরকা, দাড়ি, টুপি, পায়জামা-পাঞ্জাবী, ইত্যাদি) তাহলে তাকে তা খুলতে বা বাদ দিতে বাধ্য করা যাবে না। এর জন্য বৈষম্য বা হয়রানি করা যাবে না। যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এমন বৈষম্য বা হয়রানি করবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আইন ও শাস্তির বিধান থাকবে।

০৪। সংবিধানে জীবনধারণের অধিকার এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া বলপ্রয়োগের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সন্ত্রাসবাদ দমন বা নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তারকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে, যাতে এটি সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল হয়।

০৫। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের অধিকার। ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ও ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার, নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, এবং অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আপিলের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেকোনো আটককৃত ব্যক্তিকে "সন্ত্রাসবাদী" বলে অভিহিত করার আগে বিচারিক পর্যালোচনার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে নিরীহ মুসলিম বা ধর্মীয় কর্মীদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদ অভিযোগের অপব্যবহার প্রতিরোধ করা যায়।

০৬। রাষ্ট্রে মানুষের সম্মানহানি থেকে রক্ষা। এরেস্টের পর ছবি তোলার মাধ্যমে অভিযুক্তের সম্মান নষ্ট করা হয় অথচ আইন অনুযায়ী সে এখনও আসামী নয়। অতএব এ সময় তাকে নিয়ে সব ধরণের মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করতে হবে।

০৭। ইসলামবিদ্বেষ এবং যেকোনো ধরনের ঘৃণাসূচক বক্তব্য বা কার্যক্রম, যা ব্যক্তিকে তাদের মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতে লক্ষ্যবস্তু বানায়, অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী ধর্মীয় প্রথা, পোশাক, বা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছড়ানো বক্তব্য বা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে। সেসব মিডিয়া আউটলেট, জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বা সংগঠনের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে যারা ইসলামফোবিয়া ও ইসলামভীতি উস্কে দেয় বা মুসলিমদের সম্পর্কে ক্ষতিকর বয়ান/স্টেরিওটাইপ ছড়ায়।

০৮। সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংস্কারঃ সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে যাতে সন্ত্রাসবিরোধী আইনগুলো ব্যবহার না করা যায়, তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংস্কার করতে হবে। এই আইনগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং তাদের প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ধর্মীয় পরিচয় (যেমন, হিজাব বা দাড়ি পরা), সন্ত্রাসী সন্দেহ, ধর্ম বিশ্বাস (ইসলামী শরীয়ত বা খিলাফাহ চাওয়া, জিহাদকে ইসলামের অংশ মনে করা) এমন বিশ্বাসগত অবস্থানকে আটক বা নজরদারির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

০৯। ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যারা মিথ্যা সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অন্যায়ভাবে বন্দী বা নির্যাতিত হয়েছে, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গঠন করুন, যার মধ্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্যায়মূলক কার্যকলাপের জন্য জনসম্মুখে ক্ষমা চাওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অবৈধ আটক এবং অন্যান্য লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অন্যায়গুলি মোকাবিলার জন্য একটি ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার কাজ হবে নীতিমালা পরিবর্তন এবং ক্ষতিপূরণ সুপারিশ করা।

১০। সমাজে ও রাষ্ট্রে হিজড়া বা ৩য় লিঙ্গের অধিকারের কথা উল্লেখ থাকতে হবে। কিন্তু ইনক্লুসিভনেসের দোহাই দিয়ে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদির বৈধতা দেয়া যাবে না। শিক্ষা কারিকুলাম থেকে এ সংক্রান্ত পাঠগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

১১। ধর্ম অবমাননা, বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননার বিরুদ্ধে ব্লাসফেমী আইন পাশ করতে হবে।

১২। কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না - এটি লিখিতভাবে সংবিধানে যুক্ত করতে হবে। মৌলিক ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন বা বিধান রাখা যাবে না এবং প্রচলিত আইনের ইসলাম বিরোধী ধারাগুলো বাতিল করতে হবে।

১৩। 'আটকে পড়া পাকিস্তানী' বা 'বিহারী' নাগরিকদের দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করতে হবে। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আওয়াজ তুলুন, ছড়িয়ে দিন।

১৪। এনজিওগুলোর লবিং, সরকার ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করার তৎপরতা ও ফান্ডিং ইত্যাদি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট থাকতে হবে। যেমন,

• "দেশের সীমার মধ্যে কার্যরত সমস্ত সংস্থা, দেশীয় হোক বা আন্তর্জাতিক, দেশের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় অখণ্ডতাকে সম্মান করবে। কোনো সংস্থা এমন কার্যকলাপে জড়িত হতে পারবে না যা এই মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন করে বা সংবিধানের গণ্ডির বাইরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা লবিংয়ের মাধ্যমে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।"

• "বিদেশি অর্থায়ন গ্রহণকারী সমস্ত বেসরকারি সংস্থা অবশ্যই সেই অর্থের উৎস, পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে। এই অর্থ এমন কার্যকলাপে ব্যবহৃত হবে না যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। আইন লঙ্ঘনকারী সংস্থাগুলি জরিমানা, স্থগিতাদেশ, বা কার্যক্রমের অনুমোদন বাতিলসহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।"

• "বেসরকারি সংস্থাগুলিকে প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার আওতায় আনা হবে, যাতে তারা জাতীয় স্বার্থ ও আইনগত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। নিয়ম লঙ্ঘনকারী সংস্থাগুলি নিরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং প্রয়োজনে তাদের কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল করা হবে।"

১৫। ১৮ বছরের উপর যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬। কোন প্রতিষ্ঠানে 'জাতির পিতা' নামে অথবা অন্য কোনো শিরোনামে সরকারের পছন্দভাজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি না রাখা। অর্থাৎ (সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫ ধারা বলে ৪ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত ।) এটা বাদ দিতে হবে। কারণঃ আওয়ামীলীগ আসলে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাখবে আর বিএনপি আসলে জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতি রাখবে, তাই সংবিধানের এই ধারা বাদ দিতে হবে।

১৭। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম রাখাঃ ফলে সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগের ১২নং ধারায় বর্ণিত খ ও গ নং বাদ দেয়া লাগবে। দেশের রাষ্ট্র ধর্ম হবে ইসলাম।

১৮। আমেরিকাতে প্রচলিত ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের অনুকরণে বাংলাদেশে এ যাবতকালে যত ক্লাসিফাইড ফাইল আছে তা ঘটনার পনের বছর পর জনসম্মুখে প্রকাশ এবং জনগণের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করার দাবিকে তুলার সুযোগ রাখা। বাংলাদেশের কোন সরকার কোন গোপন চুক্তি করতে পারবে না অন্য দেশের সাথে। চুক্তি যা হবে তা প্রকাশ্যে হবে।

১৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের যেসব স্থানে বাঙ্গালি বসতি বন্ধ আছে, তা চালু করা। সেখানে বাঙ্গালি মুসলিমদের স্বাধীন আবাসের ব্যবস্থা করা। পাহাড়ে পার্বত্য চুক্তির ফলে বর্তমানে শুধু চাকমা সহ অল্প কিছু উপজাতি উপকৃত হচ্ছে এবং এ চুক্তি দ্বারা পাহাড়ের অন্য সকল উপজাতি ও বাঙ্গালিদের অধিকার লংঘন করা হয়েছে। পাহাড়ে বাঙ্গালি উপজাতি সকল বৈষম্য দুর করতে হবে।

২০। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দায়মুক্তি ক্ষমতা বাতিল। কারণ এর মাধ্যমে তারা নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে পরে দায়মুক্তি নিয়ে থাকে।

২১। সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০২৩ এবং এরূপ অন্যান্য কালাকানুন বাতিল করা।

২২। রাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে ব্রিটিশ যেসব কালো আইন রয়েছে তা বাদ দেয়া এবং কারাগারে মানুষের মানবাধিকার প্রদান। কারাবন্দিদের জন্য সময়োপযুগী আইন কানুন তৈরি করা যেখানে সকল বন্দি সমান অধিকার পাবে।

২৩। রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক রাজধানী করা এবং রাষ্ট্রীয় সুবিধাকে বিকেন্দ্রিকরণ।

২৪। দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন রাখা।

২৫। পতিতাবৃত্তি, জুয়া খেলা এবং ক্ষতিকর ওষুধ সেবন প্রতিরোধ করা এবং অশ্লীল ম্যাগাজিন, ছবি নিষিদ্ধ করা।

২৬। শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিজাতীয় চিন্তাধারা ও নাস্তিকতার প্রবেশ রোধ। স্বাধীন শিক্ষা কমিশন গঠন। সেখানে শরীয়াহ উপদেষ্টা রাখা।

২৭। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক করা। সেখানে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির শিক্ষারোধ করা। আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে চাকরির বাজারে যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা।

২৮। ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে একমাত্র সংবিধান হবে আল্লাহর দেয়া শারিয়াহ। মুসলিমদের শারিয়াহর মূল ভিত্তি হলো, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। আরও কিছু বিষয় রয়েছে যা উপরের চারটি থেকেই উৎসারিত। তাই বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে আমরা শারিয়াহকেই উপযুক্ত মনে করি এবং এটাই চাই। যা হকপন্থি উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে রচিত হবে।

ইসলামে ভিন্ন ধর্মের লোকদের অধিকার নিশ্চিত করা আছে, সেগুলোও সংবিধানে উল্লেখ থাকতে পারে। এদেশের মুসলমানদের উপর পশ্চিমা বৃটিশ কিংবা ভারত থেকে আমদানিকৃত কপিপেস্টের আইন কানুন, সংবিধান চলবে না।

প্রচার করুন-ছড়িয়ে দিন

https://tinyurl.com/s-bidhan

প্রচারে : তাওহীদি জনতা।